

**Bangladesh Embassy  
Washington DC**

**Press Release**

**Bangladesh Embassy in Washington, D.C. holds roundtable discussion to promote readymade garments in the U.S. market**



*Washington, D.C., 10 September 2021:*

The Embassy of Bangladesh hosted a roundtable on 10 September 2021 in Washington, D.C. to brief the U.S. government and relevant stakeholders on the ongoing efforts to improve factory safety and workers' welfare in the readymade garment industry in Bangladesh and encourage more U.S. import of Bangladeshi readymade garments. The event was organized by leveraging the presence of Mr. Faruque Hassan, President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), who is currently visiting the U.S. to promote Bangladesh's apparel export to the U.S. market.

The roundtable titled *"Seven years after Rana Plaza: Who is doing what?"* was participated by senior U.S. government officials including Mr. Christopher Wilson, Assistant US

Trade Representative (USTR) for South Asia; Mr. William Jackson, Assistant USTR for Textiles; and Ms. Jennifer Larson, Director for South and Central Asia of the US Department of State; Ms. Maureen Haggard, Director for Democracy, Human Rights and Labour of the US Department of State; BGMEA Vice President Mr. Miran Ali, Ambassador Teresita Schaffer from the McLarty Associates, representatives of US-Bangladesh Business Council, American Apparel and Footwear Association (AAFA), Walmart, Target, as well as senior officials of the Bangladesh Embassy.

In his welcome remarks, Bangladesh Ambassador to the United States Mr. M Shahidul Islam recognized the immense contribution of the readymade garment industry to Bangladesh economy and its socio-economic development. He said the government of Prime Minister Sheikh Hasina has been undertaking various measures and initiatives to support the workers' welfare and the industry, particularly since after the tragic Rana Plaza incident.

BGMEA President Mr. Faruque Hassan, in his presentation, highlighted various initiatives taken both by the Bangladesh government and his association, including establishment of the RMG Sustainability Council (RSC) and formation of Tripartite Consultative Council (TCC) to sustain workplace safety and promote rights and welfare of the garment workers. He briefed the participants about the challenges posed by the COVID-19 pandemic to Bangladesh garment industry and how his association supported the workers during this difficult time. He also acknowledged the government's generous contribution through stimulus package in this regard. Emphasizing the need for a smoother and more sustainable supply chain and sourcing, Mr. Hassan urged the U.S. buyers to minimize multiple auditing of the factories to reduce cost on the owners. In view of the increased minimum worker's wage and incremental operational and production cost in Bangladesh, BGMEA President requested the U.S. buyers to offer higher and fair prices for apparels from Bangladesh. He also urged the U.S. government to consider a tariff reduction for Bangladeshi RMG products.

During the interactive session, Assistant USTR Mr. Christopher Wilson stated about the current U.S. administration's emphasis on welfare of the workers both at home and abroad. Mentioning tariff issue as the prerogative of the U.S. Congress, he underscored the need for constant and closer engagements between the two governments on labor and related issues. The participants in the roundtable also discussed a range of other relevant issues including empowerment of women workers in the industry, COVID-19 and vaccine support for the garment workers. The participants appreciated the roundtable as

an effective and timely initiative to exchange information on the important issue of workers' welfare that have both economic and human rights dimensions.

Ambassador M Shahidul Islam concluded the roundtable by underlining the importance of taking comprehensive discussions and dialogues in all forums including TICFA to further promote trade and business between Bangladesh and the U.S. He thanked all the participants for joining the event and making their valuable contribution to the roundtable discussion.

\*\*\*

আনঅফিশিয়াল অনুবাদ

### প্রেস রিলিজ

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরী পোশাকশিল্পের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজিত।**

ওয়াশিংটন, ডিসি, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১:

ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস মার্কিন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের কারখানা নিরাপত্তা এবং শ্রমিকদের কল্যাণের লক্ষ্যে চলমান প্রচেষ্টার পাশাপাশি কিভাবে আরো মার্কিন আমদানিকারকগণকে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক আমদানিতে উৎসাহিত করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি জনাব ফারুক হাসানের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

"রানা প্লাজা পরবর্তী সাত বছর: কে কি করছে?" শিরোনামে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ক্রিস্টোফার উইলসন, টেক্সটাইল বিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি উইলিয়াম জ্যাকসন, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার পরিচালক জেনিফার লারসন, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের

ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লেবারের পরিচালক মরিন হ্যাগার্ড-সহ যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ম্যাকলাটি অ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধি টেরেসিতা শ্যাফার, বিজিএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিরান আলী, ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি, আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশন (এএএফএ) এর প্রতিনিধি এবং ওয়ালমার্ট ও টার্গেট-এর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বাংলাদেশ দূতবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও এতে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের অপরিসীম অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিকদের কল্যাণ ও শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিশেষতঃ রানা প্লাজার ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান তার বক্তব্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিজিএমইএ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের কল্যাণে গঠিত আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা বজায় রাখতে গঠিত ট্রাইপার্টাইট কন্সালটেটিভ কাউন্সিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে উদ্ভূত নতুন চ্যালেঞ্জ এবং বিজিএমইএ কিভাবে এই কঠিন সময়ে শ্রমিকদেরকে সহযোগিতা করেছে তার উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি ইন্সেনটিভ প্যাকেজের মাধ্যমে সরকারের উদার অবদানের কথা স্বীকার করেন। একটি সাবলীল ও টেকসই সাপ্লাই চেইন এবং সোর্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে সভাপতি ফারুক হাসান তৈরিপোশাকশিল্প মালিকদের খরচ কমানোর নিমিত্ত কারখানার একাধিক নিরীক্ষা কমানোর জন্য মার্কিন ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি এবং তৈরিপোশাকের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ বিবেচনায় বিজিএমইএ সভাপতি বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের উচ্চ ও ন্যায্য মূল্য প্রদানের জন্য মার্কিন ক্রেতাদেরকে অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের জন্য শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ইন্টারেক্টিভ সেশন চলাকালীন সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি জনাব ক্রিস্টোফার উইলসন দেশে এবং বিদেশে শ্রমিকদের কল্যাণে বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ

করেন। ট্যারিফ ইস্যুকে মার্কিন কংগ্রেসের বিশেষ ক্ষমতা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি শ্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই সরকারের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা তৈরিপোশাকশিল্পের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, কোভিড-১৯ মহামারী এবং পোশাক শ্রমিকদের জন্য ভ্যাকসিন সহায়তাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তারা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের একটি কার্যকর এবং সমন্বয়যোগী উদ্যোগ হিসেবে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে টিকফাসহ সকল ফোরামে ব্যাপক আলোচনা ও সংলাপের গুরুত্ব তুলে ধরে গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।